# বাংলার বাণী

ঢাকা ঃ শুক্রবার ২৫ আষাঢ় ১৪০৬ Friday 9 July 1999



তারিখ JUL 9 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭


## মাদ্রাসা নিয়ে অপপ্রচার

দেশে স্কুল, কলেজের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষাও সমানতালে এগিয়ে চলেছে। স্কুল, কলেজের শিক্ষক বা ছাত্ররা সরকারের তরফ থেকে যে ধরনের সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন, মাদ্রাসার শিক্ষক এবং ছাত্ররাও একই সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকেন।

কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবাহী বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার সাথে সাথেই সরকারের বিরুদ্ধে নানামুখী ষড়যন্ত্র শুরু হয়। এ সরকার ইসলাম বিদ্বেষী কিংবা ধর্ম বিরোধী বলে অপপ্রচার চালানো হয়। মৌলবাদী সংগঠনগুলোর সাথে একাত্ম হয়ে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি প্রায়ই এ ধরনের অপপ্রচারে লিপ্ত হয়। যদিও একমাত্র আওয়ামী লীগ সরকারই অসামাজিক, অনৈতিক, অনৈসলামিক বা গর্হিত কাজ রোধে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, বঙ্গবন্ধু বা তার সরকারই এ দেশে মদ; জুয়া ইত্যাদি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে আবার নতুন করে শুরু হয়েছে মাদ্রাসা বন্ধের কল্পিত অভিযোগ। সরকার বার বারই অপপ্রচারকারীদের জবাবে বলে আসছেন, মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের কোনো পরিকল্পনা কিংবা চিন্তাভাবনা সরকারের নেই। বরং যুগের সাথে তাল মিলিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষাকে কেমন করে আরো অগ্রসর কিংবা আধুনিকায়ন করা যায় সেই সম্পর্কে সরকারের চিন্তাভাবনার কথা বার বার বলে আসছেন।

অথচ দুঃখজনক হলো, মৌলবাদী গোষ্ঠী কিংবা বিরোধীদল সুযোগ পেলেই মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের অভিযোগ উত্থান। মাঠে ময়দানে তো আছেই, জাতীয় সংসদেও বিরোধী দল এ নিয়ে হৈ চৈ করার সুযোগ খুঁজেন। গত মঙ্গলবার জাতীয় সংসদেও এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোনো মাদ্রাসা বন্ধ করার কথা অস্বীকার করে বলেছেন, শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য বিরোধী দল অসত্য তথ্য প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, দেশে কোনো মাদ্রাসা বন্ধ করা হয়নি বরং গত অর্থবছরে ২০০ মাদ্রাসা বাড়ানো হয়েছে। তিনি সংসদকে আরো জানিয়েছেন, দেশে সাড়ে ৬ হাজার মাদ্রাসা আছে। সরকার মাদ্রাসার উন্নয়নে বিশেষ করে শিক্ষকদের অনুদান শতকরা ২ ভাগ বৃদ্ধি, মাদ্রাসার অবকাঠামো উন্নয়ন, গ্রন্থাগার স্থাপনসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

এ কথা সত্য, দেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সরকারী সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির সাথে সাথে একে ঘিরে নানামুখী দুর্নীতি দেখা দিয়েছে। যেমন এ সংক্রান্ত নীতিমালা উপেক্ষা করে বেশ কিছু ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সরকারী টাকা উঠিয়ে নিচ্ছে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী কোনো ব্যাংক গ্যারান্টি নেই, প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং অবকাঠামো নেই। ছাত্রছাত্রী নেই, এমনকি শিক্ষক পর্যন্ত নেই। তদন্ত করে এ ধরনের বেশ কিছু ভুয়া প্রতিষ্ঠানের সন্ধান পাওয়া গেছে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড তদন্ত করে এ সকল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ স্বরূপ স্বীকৃতি বাতিল করেছে। সে কারণে সরকার এদের বরাদ্দকৃত অর্থ স্থগিত রেখেছে। স্বাভাবিকভাবেই এ ধরনের ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যদি কোনো মাদ্রাসাও থাকে তবে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে গতি হবে, মাদ্রাসার ক্ষেত্রেও একই কথা। শিক্ষামন্ত্রী সংসদকে জানিয়েছেন, শিক্ষা বোর্ডের তদন্ত কমিটি রিপোর্ট দিয়েছে, দেশের প্রায় ১৮শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী নীতিমালার বাইরে চলছে। যে নীতিমালা ১৯৯৫ সালে বিএনপি আমলে তৈরি করা হয়েছিলো।

আমরা মনে করি, পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিকে মোকাবিলা এবং নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ বিশ্বের বাইরে অবস্থান করতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য অন্যান্য সকল শিক্ষার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষাকেও আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক ও সময়োপযোগী করে তোলা প্রয়োজন। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরকার যেমন মাদ্রাসাকেও এমপিওভুক্ত করছেন, একইভাবে নীতিমালার বাইরে পরিচালিত অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে মাদ্রাসার বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ গ্রহণ সরকারেরই দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে দেশের সার্বিক স্বার্থে উস্কানিমূলক আচরণ পরিহার করে সকলেরই দায়িত্ববোধের পরিচয় দেয়া একান্তভাবে কাম্য।